সংবাদ

তারিখ 05 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বিনামূল্যে বই পাবে ৪ কোটি ২৬ লাখ শিক্ষার্থী

বিজয় দিবসের আগেই পৌঁছাবে ৩৬ কোটি ২১ লাখ পাঠ্যবই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

১৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই দেশের সব স্কুলে পৌঁছে যাবে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার কপি পাঠ্যবই। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই সারাদেশের মোট চার কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে পাবে চকচকে নতুন বই। বই মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের যাবতীয় কার্যক্রম বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ইতোমধ্যে মাধ্যমিকের প্রায় ৮০ শতাংশ এবং প্রাথমিক স্তরের প্রায় ৫৪ শতাংশ পাঠ্যবই মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এবারের বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ও কালির মানও গত বছরের তুলনায় ভালো হচ্ছে। বই, বাঁধাই ও বইয়ে ব্যবহৃত কালির মান দেখে শিক্ষামন্ত্রী, সচিব ও এনসিটিবির কর্মকর্তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল রাজধানীর মাতুয়াইল এলাকায় বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে বই মুদ্রণের সার্বিক কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মৌসুমী অফসেট, ব্রাইট প্রিন্টিং প্রেস ও আনন্দ প্রিন্টার্সের ছাপাখানার কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং ছাপাখানা ও বাঁধাই শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা আশা করছি আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই সব বই ছাপিয়ে মাঠপর্যায়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং প্রতিবছরের মতো এবারও বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীরা বই পাবে। ১ জানুয়ারি প্রতিবারের মতো পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করা হবে।' তিনি বিনামূল্যে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বিনামূল্যে : বই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, বিনামূল্যে বিতরণের প্রায় ৮০ শতাংশ বই ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ে পৌঁছে গেছে।

দশ হাজার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পাচ্ছে ব্রেইল বই : প্রথমবারের মতো প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা নতুন বছরে বিনামূল্যে ব্রেইল পাবে। এছাড়া পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ জাতিগোষ্ঠীর (মারমা, চাকমা, গারো, শার্দ্রে ও ককবরুক সম্প্রদায়) প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা নিজেদের মাতৃভাষায় প্রথমবারের মতো বই পাবে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে তাদের জন্য বই ছাপিয়ে দিচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, ব্রেইল বই ছাপা হচ্ছে ৯ হাজার ৭০৩ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য। আর পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ২৪ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিকের বই দেয়া হবে নিজেদের মাতৃভাষার বই।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা এবার ব্রেইল বই দেব, আমরা ওই বই ছাপিয়েছি। তবে সব দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এই বই পাবেন সেই নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। কারণ (দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের) তথ্যটা পেতেই আমাদের বিরাট সমস্যা, আমরা জরিপ করছি। সে অনুযায়ী পরের বছর ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

মন্ত্রী বলেন, 'আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর সব ভাষায় লিপি নেই, সাহিত্য নেই, লেখা নেই। যেটা আছে আমরা চাই সেটাতেই তারা শিখুক। মায়ের কোল থেকে নেমেই সে প্রথমে স্কুলে যায়, বাংলা ভাষায় কথা সে বুঝতে পারে না। ঠিক সময়ে তাদের হাতে এসব বই পৌঁছে দেব। আমরা প্রাথমিক স্তরে সেই ধরনের শিক্ষকও তৈরি করতে চাই।'

এর আগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সীমিত পরিসরে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই দেয়া হতো। এতে দেশের সব দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ব্রেইল বই পেতো না।

বই বেড়েছে ২ কোটি ৮৪ লাখ কপি :

এবার প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত মোট ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫ কপি বই ছাপানো হচ্ছে। গতবারের চেয়ে এবার বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে দুই কোটি ৮৪ লাখ ৩৪ হাজার ২৭৩টি।

এনসিটিবি চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭২টি বই বিতরণ করেছিল।

মাতুয়াইলে ১৩টি প্রায় ছাপা হচ্ছে ১৮ কোটি বই :

মাতুয়াইল এলাকার ১৩টি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠান এবার মোট বইয়ের প্রায় অর্ধেকের কার্যাদেশ পেয়েছে। সেই অনুযায়ী এনসিটিবি নির্ধারিত দরপত্রের শর্তানুযায়ী বই ছেপে ইতোমধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ বই উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে সরবরাহ করেছে।

মাতুয়াইলের সব ছাপাখানার কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বে আছেন এনসিটিবির ৪ নম্বর মনিটরিং কমিটির আহ্বায়ক এনসিটিবির গবেষণা কর্মকর্তা আবু হেনা মাশুকুর রহমান। তিনি সংবাদকে জানান, 'এই এলাকার ১২-১৩টি প্রতিষ্ঠান মোট বইয়ের প্রায় অর্ধেক ছাপাচ্ছে। তারা ইতোমধ্যে ৯০ ভাগই ছেপে সরবরাহ করেছে। বইয়ের মানও ভালো হয়েছে। বাকি বই ছাপার কাজ ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।'

মাতুয়াইলের ব্রাইট প্রিন্টিং প্রেসের স্বত্বাধিকারী এসএম মহসিন বলেন, 'আমাদের শ্রমিকরা দিনরাত অবিরাম কাজ করছেন। ১৫ ডিসেম্বরের আগেই আমার সব বই ছেপে উপজেলায় পাঠিয়ে দেব।'

অত্যাধুনিক মেশিনে বই মুদ্রণ হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'দরপত্রের শর্তানুযায়ী উন্নতমানের কাগজে বই ছাপছি। শিশুরা নতুন বই হাতে পেয়ে খুশি হবে। এতে আমাদেরও ভালো লাগবে।'

বইয়ের মানের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এ কাজে যাতে কোন গলদ না থাকে, সেজন্য আমরা নিয়মিত কাজ তদারক করছি। ছাপার কাগজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য এবার ইন্সপেক্টর নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কাগজের রোল পরীক্ষা করার পর ভিতরে আনার অনুমতি দেয়া হয়। অনুমতি ছাড়া কোন কাগজ বাইরে থেকে ছাপাখানায় ঢুকতে দেয়া হয় না। আগের অভিজ্ঞতার আলোকে কাগজের রোলগুলো সামনে রাখা আছে। তাছাড়া নির্ধারিত মাপের বাইরে কাগজ দেয়া হলেও তা ছাপার মেশিনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হবে না। মেশিন কাজ করবে না।'

আন্তর্জাতিক দরপত্র বাতিল চান মুদ্রাকররা : শিক্ষামন্ত্রীর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে আগামীতে বই মুদ্রণের আন্তর্জাতিক দরপত্র বাতিলের অনুরোধ জানিয়েছেন ছাপাখানার মালিকরা। তারা বলেন, দেশীয় মুদ্রণ শিল্পের আধুনিকায়ন হয়েছে, শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। সরকারের সব বই মুদ্রণের সক্ষমতা অর্জন করেছে দেশীয় প্রিন্টার্সরা (ছাপাখানার মালিক)। দেশের হাজার হাজার শ্রমিক এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।

এ ব্যাপারে আনন্দ প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী রাব্বানী জব্বার বলেন, '৩৬ কোটি, ৪০ কোটি বই ছাপার সক্ষমতা দেশের প্রিন্টার্সদের রয়েছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশ থেকে উন্নতমানের মেশিন এনেছি। হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান করেছি। এজন্য আমরা আগামীতে আন্তর্জাতিক দরপত্র বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। তাছাড়া প্রতিবছর এই শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। আমরা হাতের কোন ধরনের স্পর্শ ছাড়াই উন্নতমানের বই ছাপাচ্ছি। নির্ধারিত সময়ের আগেই গ্রাম পর্যায়ে বই পৌঁছে দিচ্ছি।'

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আগে ছোট ছোট প্রেসে বই ছাপা হত। বর্তমানে বিপুল পরিমাণ বই ছাপার কারণে বড় ধরনের ছাপাখানা গড়ে উঠেছে। ৩ বছর আগেও এত বড় আকারের প্রেস ছিল না। পাঠ্যপুস্তক ছাপাকে কেন্দ্র করে এ শিল্পের বিকাশ হয়েছে। বড় আকারের প্রেস স্থাপন করা হয়েছে। এ শিল্পে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে উন্নত মানের অটোমেটিক মেশিনে ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপানো হয় আন্তর্জাতিক দরপত্রে। বাকি বই ছাপা হয় স্থানীয় দরপত্রে। আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছাপানো বইয়ের কাগজসহ যাবতীয় উপকরণ ছাপাখানার মালিকরাই কিনে।

বই মুদ্রণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন, এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা এবং সদস্য প্রফেসর ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন।